

তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা

২০১১

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাথমিক বিষয়াদি

১. পটভূমি ও নীতিমালার উদ্দেশ্য

১.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের পটভূমি

২০০৪ সালের মে মাসে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর আওতায় দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২১ নভেম্বর ২০০৪ সালে প্রথম কমিশনের কর্মকর্তাদের নিয়োগ হয়। জাতিকে দুর্নীতিমুক্ত করার নতুন প্রত্যয় ও মিশন নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। একই দিনে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অবলুপ্তি ঘটে।

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে কমিশন গঠিত এবং উক্ত তিনজন কমিশনারের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করবেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক

দুটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে তথ্য অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। দুদক দুর্নীতি নিবারণের লক্ষ্যে তফসিলভুক্ত অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার পাশাপাশি দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ ক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি, দুর্নীতি অনুসন্ধান ও প্রতিরোধের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অনুরূপভাবে, সাধারণ মানুষ যদি দুর্নীতির তথ্য পায় তাহলে দুর্নীতি হ্রাসে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করবার জন্য সরকার তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করেছে। তাই কমিশনের কাছে এর কার্যক্রম এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য যার প্রকাশ দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর অর্পিত মূল দায়িত্ব পালনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না সেগুলো জানবার অধিকার জনগণের আছে।

১.৩ তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি

কমিশনের মূলনীতি হলো সমাজে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্নীতির বিস্তার প্রতিরোধের আবহ সৃষ্টির লক্ষ্যে দুর্নীতি বিরোধী একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের অন্যতম প্রধান দুটি উপাদান, যা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। এতদু উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে দুদক জনগণের তথ্যের অধিকারকে নিশ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী।

এই তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিটি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. সংজ্ঞা

(ক) তথ্য - অর্থে দুর্নীতি দমন কমিশনের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিতচিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে না;

(খ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা - তথ্য অবমুক্তকরণ নীতি বাস্তবায়নের জন্য এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য দুদক প্রধান কার্যালয়ে জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিভাগীয় কার্যালয়ে পরিচালক এবং প্রতিটি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক দায়িত্বে থাকবেন;

(গ) তথ্য প্রদানকারী ইউনিট - প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের সচিব, মহাপরিচালক এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল তথ্য প্রদানকারী ইউনিট হিসেবে কাজ করবে এবং বিভাগীয় কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে অফিস প্রধান ও তার অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে তথ্য প্রদানকারী ইউনিট গঠিত হবে। কমিশনের অফিস আদেশ দ্বারা তথ্য প্রদানকারী ইউনিটের কর্মকর্তা নির্ধারিত হবে;

(ঘ) আপীল কর্তৃপক্ষ - নির্বাহী প্রধান হিসেবে কমিশনের চেয়ারম্যান আপীল কর্তৃপক্ষ হবেন;

(ঙ) কমিশন - দুর্নীতি দমন কমিশন;

(চ) তফসিল - দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিল;

(ছ) কমিশনার - কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার;

(জ) তথ্য কমিশন - তথ্য অধিকার আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিশন;

(ঝ) বিধিমালা - দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭।